তরজমাতুল কুরআন

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

সূচীপত্র (المحتويات)

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
	লেখকের ভূমিকা	৩
	অনুধাবন করুন!	৭
০১.	সূরা ফাতিহা (মাক্কী)	১১
০২.	সূরা বাক্বারাহ (মাদানী)	১২
০৩.	আলে ইমরান (মাদানী)	৭৪
০৪.	সূরা নিসা (মাদানী)	১১৪
০৫.	সূরা মায়েদাহ (মাদানী)	১৫৪
০৬.	সূরা আন'আম (মাক্কী)	১৮৪
০৭.	সূরা আ'রাফ (মাক্কী)	২২০
০৮.	সূরা আনফাল (মাদানী)	২৬১
০৯.	সূরা তওবা (মাদানী)	২৭৭
১০.	সূরা ইউনুস (মাক্কী)	৩০৫
১১.	সূরা হূদ (মাক্কী)	৩২৬
১২.	সূরা ইউসুফ (মাক্কী)	৩৪৯
১৩.	সূরা রা'দ (মাদানী)	৩৭০
১৪.	সূরা ইব্রাহীম (মাক্কী)	৩৮০
১৫.	সূরা হিজর (মাক্কী)	৩৯০
১৬.	সূরা নাহল (মাক্কী)	৪০০
১৭.	সূরা বনু ইস্রাঈল (মাক্কী)	৪২২
১৮.	সূরা কাহফ (মাক্কী)	৪৪১
১৯.	সূরা মারিয়াম (মাক্কী)	৪৬২
২০.	সূরা ত্বোয়াহা (মাক্কী)	৪৭৫
২১.	সূরা আম্বিয়া (মাক্কী)	৪৯৩
২২.	সূরা হজ্জ (মাদানী)	৫০৯
২৩.	সূরা মুমিনূন (মাক্কী)	৫২৪
২৪.	সূরা নূর (মাদানী)	৪৩৮
২৫.	সূরা আল-ফুরক্বান (মাক্কী)	৫৫২
২৬.	সূরা শো'আরা (মাক্কী)	৫৬৪
২৭.	সূরা নমল (মাক্কী)	৫৮৪
২৮.	সূরা ক্বাছাছ (মাক্কী)	৫৯৮
২৯.	সূরা আনকাবূত (মাক্কী)	৬১৫
৩০.	সূরা রূম (মাক্কী)	৬২৭
৩১.	সূরা লোকমান (মাক্কী)	৬৩৭
৩২.	সূরা সাজদাহ (মাক্কী)	৬৪৩
৩৩.	সূরা আহযাব (মাদানী)	৬৪৮
৩৪.	সূরা সাবা (মাক্কী)	৬৬২
৩৫.	সূরা ফাত্বির (মাক্কী)	৬৭২
৩৬.	সূরা ইয়াসীন (মাক্কী)	৬৮১
৩৭.	সূরা ছা-ফফা-ত (মাক্কী)	৬৯১
৩৮.	সূরা ছোয়াদ (মাক্কী)	৭০৫
৩৯.	সূরা যুমার (মাক্কী)	৭১৫
৪০.	সূরা মুমিন (মাক্কী)	৭২৯
৪১.	সূরা হা-মীম সাজদাহ (মাক্কী)	৭৪৪
৪২.	সূরা শূরা (মাক্কী)	৭৫৪
৪৩.	সূরা যুখরুফ (মাক্কী)	৭৬৩
৪৪.	সূরা দুখান (মাক্কী)	৭৭৫
৪৫.	সূরা জাছিয়াহ (মাক্কী)	৭৮১
৪৬.	সূরা আহক্বাফ (মাক্কী)	৭৮৭
৪৭.	সূরা মুহাম্মাদ (মাদানী)	৭৯৫
৪৮.	সূরা ফাৎহ (মাদানী)	৮০২
৪৯.	সূরা হুজুরাত (মাদানী)	৮০৯
৫০.	সূরা ক্বা-ফ (মাক্কী)	৮১৩
৫১.	সূরা যারিয়াত (মাক্কী)	৮১৮
৫২.	সূরা তূর (মাক্কী)	৮২৪
৫৩.	সূরা নজম (মাক্কী)	৮২৮
৫৪.	সূরা ক্বামার (মাক্কী)	৮৩৩

৫৫. সূরা রহমান (মাক্কী) ৮৩৮
৫৬. সূরা ওয়াক্বি'আহ (মাক্কী) ৮৪৪
৫৭. সূরা হাদীদ (মাদানী) ৮৫১
৫৮. সূরা মুজাদালাহ (মাদানী) ৮৫৮
৫৯. সূরা হাশর (মাদানী) ৮৬৩
৬০. সূরা মুমতাহিনা (মাদানী) ৮৬৮
৬১. সূরা ছফ (মাদানী) ৮৭২
৬২. সূরা জুম'আহ (মাদানী) ৮৭৫
৬৩. সূরা মুনাফিকূন (মাদানী) ৮৭৭
৬৪. সূরা তাগাবুন (মাদানী) ৮৮০
৬৫. সূরা তালাক (মাদানী) ৮৮৩
৬৬. সূরা তাহরীম (মাদানী) ৮৮৬
৬৭. সূরা মুল্ক (মাক্কী) ৮৮৯
৬৮. সূরা ক্বলম (মাক্কী) ৮৯৩
৬৯. সূরা হা-ক্কাহ (মাক্কী) ৮৯৮
৭০. সূরা মা'আরিজ (মাক্কী) ৯০২
৭১. সূরা নূহ (মাক্কী) ৯০৬
৭২. সূরা জিন (মাক্কী) ৯০৯
৭৩. সূরা মুযযাম্মিল (মাক্কী) ৯১৩
৭৪. সূরা মুদ্দাছছির (মাক্কী) ৯১৬
৭৫. সূরা ক্বিয়ামাহ (মাক্কী) ৯২০
৭৬. সূরা দাহ্র (মাক্কী) ৯২৩
৭৭. সূরা মুরসালাত (মাক্কী) ৯২৭
৭৮. সূরা নাবা (মাক্কী) ৯৩১
৭৯. সূরা নাযে'আত (মাক্কী) ৯৩৪
৮০. সূরা 'আবাসা (মাক্কী) ৯৩৮
৮১. সূরা তাকভীর (মাক্কী) ৯৪১
৮২. সূরা ইনফিত্বার (মাক্কী) ৯৪৩
৮৩. সূরা মুত্বাফফেফীন (মাক্কী) ৯৪৫
৮৪. সূরা ইনশিক্বাক্ব (মাক্কী) ৯৪৯
৮৫. সূরা বুরূজ (মাক্কী) ৯৫০
৮৬. সূরা তারেক (মাক্কী) ৯৫২
৮৭. সূরা আ'লা (মাক্কী) ৯৫৩
৮৮. সূরা গাশিয়াহ (মাক্কী) ৯৫৫
৮৯. সূরা ফজর (মাক্কী) ৯৫৭
৯০. সূরা বালাদ (মাক্কী) ৯৬০
৯১. সূরা শাম্স (মাক্কী) ৯৬২
৯২. সূরা লায়েল (মাক্কী) ৯৬৩
৯৩. সূরা যোহা (মাক্কী) ৯৬৫
৯৪. সূরা শরহ (মাক্কী) ৯৬৬
৯৫. সূরা তীন (মাক্কী) ৯৬৭
৯৬. সূরা 'আলাক্ব (মাক্কী) ৯৬৮
৯৭. সূরা ক্বদর (মাক্কী) ৯৬৯
৯৮. সূরা বাইয়েনাহ (মাদানী) ৯৭০
৯৯. সূরা যিলযাল (মাদানী) ৯৭১
১০০. সূরা 'আদিয়াত (মাক্কী) ৯৭২
১০১. সূরা ক্বারে'আহ (মাক্কী) ৯৭৩
১০২. সূরা তাকাছুর (মাক্কী) ৯৭৪
১০৩. সূরা আছর (মাক্কী) ৯৭৫
১০৪. সূরা হুমাযাহ (মাক্কী) ৯৭৬
১০৫. সূরা ফীল (মাক্কী) ৯৭৭
১০৬. সূরা কুরায়েশ (মাক্কী) ৯৭৭
১০৭. সূরা মা'ঊন (মাক্কী) ৯৭৮
১০৮. সূরা কাওছার (মাক্কী) ৯৭৮
১০৯. সূরা কাফেরূন (মাক্কী) ৯৭৯
১১০. সূরা নছর (মাদানী) ৯৮০
১১১. সূরা লাহাব (মাক্কী) ৯৮০
১১২. সূরা ইখলাছ (মাক্কী) ৯৮১
১১৩. সূরা ফালাক্ব (মাদানী) ৯৮১
১১৪. সূরা নাস (মাদানী) ৯৮২
তাফসীরপঞ্জী ৯৮৩

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

লেখকের ভূমিকা (مقدمة المؤلف)

পবিত্র কুরআনের তরজমা ও তাফসীর ২০০৬-০৮ সালে বগুড়া যেলা কারাগারে অবস্থানকালে শুরু হয়। ৭টি জেলখানা ঘুরে ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন পর ২০০৮ সালের ২৮শে আগস্ট যামিনে বের হয়ে ২০১৩ সালের জানুয়ারীতে সর্বপ্রথম 'তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা' প্রকাশিত হয়। *আলহামদুলিল্লাহ* প্রচুর পাঠকপ্রিয়তার কারণে একই বছরের জানুয়ারী, মে ও নভেম্বরে পরপর তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এরপর ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারী, ডিসেম্বর ও ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে ২৯তম পারা প্রকাশিত হয়। একই সময় ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে ২৬-২৮ একত্রে তিন পারা বের হয়। এভাবে এযাবত মোট ৫ পারার তাফসীর প্রকাশিত হয়েছে। বাকী পারাগুলির তাফসীরও প্রস্তুত হয়ে আছে, কেবল পরিমার্জন বাকী রয়েছে।

নানা ব্যস্ততায় পুরা কুরআনের তাফসীর প্রকাশ বিলম্বিত হচ্ছে দেখে শুধুমাত্র 'তরজমাতুল কুরআন' পৃথকভাবে বের করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তারই বাস্তবতায় বর্তমানে 'তরজমাতুল কুরআন' বের হ'তে যাচ্ছে। *ফালিল্লাহিল হাম্দ।* আশা করা যায়, এটি বের হওয়ার পর যথাসম্ভব দ্রুত 'তাফসীরুল কুরআন' বেরিয়ে যাবে *ইনশাআল্লাহ*। যারা আমাদের ব্যস্ততা সম্পর্কে জানেন, তারা আশা করি ক্ষমা করবেন। আল্লাহ যেন আমাদেরকে আমৃত্যু কর্মক্ষম রাখেন এবং নির্বিঘ্নভাবে দ্বীন ও জাতির সেবায় নিয়োজিত থাকার তাওফীক দান করেন।

উল্লেখ্য যে (১) ক্বিরাআত শাস্ত্রবিদগণের হিসাব মতে প্রতিটি রুকূ চিহ্নের উপরে, নীচে ও মধ্যে যে সংখ্যা দেওয়া আছে, সেখানে উপরেরটি সূরার রুকূ সংখ্যা, নীচেরটি পারার রুকূ সংখ্যা এবং মধ্যেরটি দুই রুকূর মধ্যবর্তী আয়াত সমূহের সংখ্যা। সে হিসাবে আমরা এখানে প্রথমে সূরার সংখ্যা, পরেরটি দুই রুকূর মধ্যবর্তী আয়াত সমূহের সংখ্যা এবং শেষেরটি পারার রুকূ সংখ্যা দিয়েছি। যেমন ১-৭-১।

(২) কুরআনের মতন ব্যতীত শুধুমাত্র অনুবাদ প্রকাশ করা জায়েয নয় এবং সম্ভবও নয় (من المستحيل)। কারণ কুরআনের শব্দ ও বাক্যশৈলী হ'ল অক্ষমকারী (مُعْجِز)। যার

যথাযথ অনুবাদে বান্দা অপারগ। তবে কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে যথার্থ ব্যাখ্যা বা তাফসীর প্রকাশ করা যেতে পারে। এজন্য অনুবাদক ও তাফসীরকারককে অবশ্যই উভয় ভাষায় পারদর্শী হ'তে হয়।[১] সেকারণ আমরা এখানে মূল মতনসহ অনুবাদ করেছি। যেখানে সাবলীল ও সহজবোধ্য বাংলায় কুরআনের মর্ম সাধ্যমত স্পষ্ট করা হয়েছে। বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য লেখকের প্রকাশিতব্য 'তাফসীরুল কুরআন' দ্রষ্টব্য।

(৩) পবিত্র কুরআনে আল্লাহ নিজের সম্পর্কে 'আমি' ও 'আমরা' দু'টি শব্দই ব্যবহার করেছেন। যেখানে তিনি 'আমরা' বলেছেন, সেখানে 'আমরা' অনুবাদ করা হয়েছে এবং যেখানে তিনি 'আমি' বলেছেন, সেখানে 'আমি' অনুবাদ করা হয়েছে। কারণ কুরআনী বাক্যশৈলীর স্বকীয়তা ভঙ্গ করা উচিৎ নয়।

বস্তুতঃ আল্লাহ্র বড়ত্ব ও মহত্ত্ব প্রকাশের জন্য 'আমরা' বলে বহুবচনের মহত্ত্বজ্ঞাপক ক্রিয়াপদ (صِيغَةُ الْعَظَمَةِ) ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন তিনি বলেছেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ– 'আমরা যিকর (কুরআন) নাযিল করেছি এবং আমরাই এর হেফাযতকারী' *(হিজর-মাক্কী ১৫/৯)*। কখনো দৃঢ়ভাবে তাঁর একত্ব প্রকাশ করার জন্য 'আমি' বলে একবচনের ক্রিয়াপদ (صِيغَةُ الْوَحْدَانِيَّة) ব্যবহার করা হয়েছে *(ওছায়মীন, তাফসীর সূরা ক্বদর ১ আয়াত)*। যেমন إِنَّنِي أَنَا اللهُ لَآ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي– 'নিশ্চয় আমিই আল্লাহ। আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তুমি আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণে ছালাত কায়েম কর' *(ত্বোয়াহা-মাক্কী ২০/১৪)*। এখানে আল্লাহ 'আমি' কথাটি পরপর পাঁচ বার ব্যবহার করেছেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ্র একচ্ছত্র সার্বভৌমত্ব ও তাঁর নির্ভেজাল তাওহীদের দ্ব্যর্থহীনতার প্রকাশ ঘটেছে।

(৪) বিশ্বস্ত গণনা মতে কুরআনের আয়াত সমূহের সংখ্যা সর্বোচ্চ ৬২২৬টি। শব্দ সমূহের সংখ্যা ৭৭,৪৩৯টি। বর্ণ সমূহের সংখ্যা ৩,৪০,৭৪০টি *(কুরতুবী)*।

(৫) শুরুতে পবিত্র কুরআনে কোন নুকতা ও হরকত ছিল না। উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালেক ইবনু মারওয়ান (৬৫-৮৬ হি./৬৮৫-৭০৫ খৃ.)-এর নির্দেশে ইরাকের গভর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (৭৬-৯৯ হি./৬৯৪-৭১৪ খৃ.) কুরআনে নুকতা ও হরকত সমূহ সংযোজনের ব্যবস্থা করেন। ফলে অনারব মুসলমানদের কুরআন পাঠ সহজ হয়।

পরবর্তীতে কুরআনের ওয়াক্বফের স্থান সমূহে আফগানিস্তানের আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ত্বয়ফূর সাজাওয়ান্দী গযনবী (মৃ. ৫৬০ হি./১১৬৫ খৃ.) কৃত চিহ্ন সমূহ চালু হয়। যা

১. ওছায়মীন (১৯২৫-২০০১ খৃ.), ফাতাওয়া ইসলামিয়া ৪/২২; শায়খ বিন বায (১৯১২-১৯৯৯ খৃ.), মাজমূ' ফাতাওয়া ২৪/৩৮৮; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ, ফাতাওয়া ক্রমিক ৮৩৩, ৪/১৬২ পৃ.।

পাঁচ প্রকার : লাযেম, মুৎলাক্ব, জায়েয, মুজাউওয়ায ও মুরাখখাছ। অর্থাৎ আবশ্যিক বিরতি, সাধারণ বিরতি, বৈধ বিরতি, ঐচ্ছিক বিরতি ও প্রয়োজনে বিরতি। এগুলির চিহ্ন সমূহ যথাক্রমে : م ط ج ز ص । এছাড়া রয়েছে আয়াত শেষের গোল চিহ্ন ۝ । ব্যাখ্যায় গিয়ে এগুলি সর্বমোট ২১টি চিহ্নে পরিণত হয়েছে। যেমন ۝ط م ج ز لا ۵ ص ∴ قلا ل صلے صل مع وقفه قف ك ق। কিছু ওয়াক্বফের চিহ্ন কুরআনের পার্শ্বে লেখা থাকে। যেমন وقف غفران، وقف جبريل، وقف النبى صلعم ইত্যাদি। উপরোক্ত চিহ্ন সমূহের মধ্যে নিম্নের তিনটি চিহ্ন ব্যতীত অন্যগুলি সম্পর্কে ক্বিরাআত শাস্ত্রবিদগণ কোনটিতে ওয়াক্বফ না করা উচিৎ, করলে কোন ক্ষতি নেই, ওয়াক্বফ করা অপেক্ষা না করাই ভাল ইত্যাদি বলেছেন।

এক্ষণে ওয়াক্বফের প্রধান তিনটি চিহ্ন হ'ল, (১) আয়াতের শেষে গোল চিহ্ন (۝)। এখানে থামাটাই নিয়ম এবং মুস্তাহাব। এ যুগে এসব স্থানে আরবীতে ড্যাশ চিহ্ন (-) দেওয়া হচ্ছে। (২) ওয়াক্বফে লাযেম বা আবশ্যিক বিরতি। আয়াতের মাঝে শুধু م অথবা আয়াতের শেষে গোল চিহ্নের উপর 'মীম' ۝م থাকলে সেখানে ওয়াক্বফ করা একান্ত যরূরী। অন্যথায় প্রকৃত অর্থের বিপরীত অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ۝م يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ *(বাক্বারাহ ২/৮-৯)*। وَمَا بَيْنَهُمَاۘ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ *(দুখান ৪৪/৭)*, لَا يُؤَخَّرُۘ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۝ *(নূহ ৭১/৪)*।

(৩) ওয়াক্বফে মুৎলাক্ব বা সাধারণ বিরতি। আয়াতের মাঝে শুধু ط থাকলে সেখানে অবশ্যই থামা উচিত। নইলে মর্ম বিনষ্ট হ'তে পারে। যেমন قُلِ الْعَفْوَ ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ *(বাক্বারাহ ২/২১৯)*। এখানে ওয়াক্বফে মুৎলাক্বে না থেমে পরের শব্দ كَذٰلِكَ পাঠ করাটা ভুল। একইভাবে আয়াতের শেষে গোল চিহ্নের উপর 'ত্বোয়া' ۝ط থাকলে সেখানে ওয়াক্বফ করা এবং পরের বাক্য থেকে শুরু করা আবশ্যক। নইলে মর্ম ভুল হ'তে পারে। যেমন وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ۝ط اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ *(বাক্বারাহ ২/৪)*; اَمِ السَّمَآءُ ط بَنٰهَا۝ *(নাযে'আত ৭৯/২৭)*; تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ط ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِىْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ۝ *(মা'আরিজ ৭০/৪৪)*।

এছাড়া س ش-এর তিনটি শশা ও ص ض-এর একটি শশা স্পষ্ট করে শব্দগুলি লেখা হয়েছে। এছাড়া অপ্রয়োজনীয় তাশদীদ বাদ দেওয়া হয়েছে। যেমন হাফেযী কুরআনে

রয়েছে, اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ *(ক্বলম ৬৮/২৮)*। এখানে لَّكُمْ-এর তাশদীদ বাদ দেওয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ *(মুরসালাত ৭৭/২০)*। এখানে مِّنْ-এর তাশদীদ বাদ দেওয়া হয়েছে।[২]

(৬) প্রচলিত কুরআন সমূহে ১৪টি সিজদা রয়েছে। সূরা হজ্জ-এর ৭৭ আয়াতের সিজদাটি বাদ দিয়েছে। কিন্তু পাশেই আরবীতে এবং কোন কোন কুরআনে বাংলায় লেখা রয়েছে, ইমাম শাফেঈর মতে সিজদা। অথচ এটি হাদীছে রয়েছে।[৩] সেমতে আমাদের কুরআনে ১৫টি সিজদা রাখা হয়েছে।

(৭) অনেক কুরআনে সূরা ফাতিহায় 'বিসমিল্লাহ' সহ ৭টি আয়াত রয়েছে। তারা 'বিসমিল্লাহ'-কে ১ম আয়াত গণ্য করেন এবং صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ বলে থামেন না। অথচ এ বিষয়ে সঠিক কথা হ'ল 'বিসমিল্লাহ' ছাড়াই ৭টি আয়াত। আমরা সেটাই ব্যবহার করেছি। কেননা এ বিষয়ে সকল বিদ্বান একমত যে, 'বিসমিল্লাহ' সূরা তওবা ব্যতীত সকল সূরার মধ্যে পার্থক্যকারী হিসাবে গণ্য।[৪] আল্লাহ আমাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ্র খাদেম হিসাবে কবুল করুন- আমীন!

নওদাপাড়া, রাজশাহী
১৬ই ফেব্রুয়ারী ২০২৩ বৃহস্পতিবার।

বিনীত
-লেখক।

২. লেখক প্রণীত ও হাফাবা প্রকাশিত আরবী ক্বায়েদা (৩য় ভাগ) 'তাজবীদ শিক্ষা' বই, 'সবক-৯ : ওয়াক্বফ' অধ্যায়, 'ওয়াক্বফের চিহ্ন সমূহ' অনুচ্ছেদ-৬।

৩. আহমাদ হা/১৭৪৪৮; হাকেম ২/৩৯০-৯১ পৃ., হা/৩৪৭০ 'তাফসীর সূরা হজ্জ'; দারাকুৎনী হা/১৫০৭; মিশকাত হা/১০৩০; মির'আত ৩/৪৪০-৪৩; নায়েল ৩/৩৮৬-৯১; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৬৫; তামামুল মিন্নাহ, ২৭০ পৃ.।

৪. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : লেখক প্রণীত ও হাফাবা প্রকাশিত 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' 'বিসমিল্লাহ পাঠ' অনুচ্ছেদ, ৮৬ পৃ.।

نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد :

অনুধাবন করুন!

সম্মানিত পাঠক! 'তরজমাতুল কুরআন' হাতে নেওয়ার আগে ভেবে দেখুন আপনি কি পড়তে যাচ্ছেন। এটি মানুষের রচিত কোন গ্রন্থ নয়। এটি দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে আল্লাহ প্রেরিত কুরআনী অহি সমূহের সমষ্টি। এটি বিশ্বাসী হৃদয়ের জীয়নকাঠি। অবিশ্বাসী হৃদয়ের চাবুক। এটি মানুষের চলার পথের ধ্রুবতারা। এটি হতাশ হৃদয়ে আলোর দ্যুতি। এটি মুসলিম উম্মাহ্র জীবনগ্রন্থ। একে কেন্দ্র করেই বিশ্বাসী সম্প্রদায় বেঁচে থাকে। যতদিন মুসলিম উম্মাহ কুরআনের বাহক ও অনুসারী থাকবে, ততদিন তাদের উন্নতি ও অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে। সূর্যের সাথে পৃথিবীর যে সম্পর্ক, কুরআনের সাথে মুসলমানের তেমনি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। যা দেখা যায়না। কেবল অনুভব করা যায়। যা ব্যাখ্যা করা যায়না, কেবল লক্ষ্য করা যায়। কুরআনকে কেন্দ্র করে মুসলিম উম্মাহ্র জীবন আবর্তিত হয়। যেমন সূর্যকে কেন্দ্র করেই পৃথিবী আবর্তিত হয়। কুরআন থেকে যখনই মানুষ বিচ্ছিন্ন হবে, তখনই সে মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশুত্বের অন্ধগলিতে নিক্ষিপ্ত হবে।

কুরআন মানবজাতির অতীত ইতিহাস ও ঘটনাপ্রবাহ কর্ণনা করেছে। সেখান থেকে শিক্ষণীয় বিষয় তুলে ধরেছে। যাতে মানুষ বর্তমান জীবনে পথ না হারায় এবং ভবিষ্যতের নির্ভুল পথনির্দেশ লাভ করতে পারে। আদম সন্তানের চরিত্র সকল যুগে সমান। তাই কুরআন মানবজীবনের এক বাস্তব বাণীচিত্র। যেখানে রয়েছে জীবন নাট্যের অনন্য নিদর্শন সমূহ। যা মানুষকে সর্বাবস্থায় আল্লাহমুখী করে রাখে। সে স্পষ্টভাবে বিশ্বাসী হয় যে, সে এসেছিল আল্লাহ্র কাছ থেকে। আবার তার কাছেই তাকে ফিরে যেতে হবে। দুনিয়া তার জন্য পরীক্ষাগার মাত্র। কুরআনী বিধানমতে চললে সে তার সৃষ্টিকর্তার কাছে ফিরে গিয়ে পুরস্কৃত হবে। নইলে সে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। আল্লাহকে সে না দেখে বিশ্বাস করেছে। যেমন নিজের আত্মাকে না দেখে সে বিশ্বাস করে। আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেন, সেই-ই কেবল আল্লাহ্র বাণীকে মানে। আর তিনি যাকে অনুগ্রহ করেন না, সে কুরআন থেকে কিছুই পায় না। অন্যান্য কথিত ধর্মগ্রন্থের মত সে কুরআনকে একটি ধর্মগ্রন্থ মনে করে মাত্র। কুরআন তার কাছে পবিত্র গ্রন্থ হ'তে পারে, কিন্তু জীবনগ্রন্থ নয়। ঔষধ ব্যবহার না করলে যেমন রোগ সারেনা। কুরআনের উপদেশ ও বিধান না মেনে চললে তেমনি তাতে কোন কাজ হয় না। মানুষকে আল্লাহ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। যাতে সে ভাল-মন্দ চিনে নিতে পারে। আর তাতেই সে পুরস্কৃত হবে কিংবা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। একসময় তাকে ফিরতেই হবে তার সৃষ্টিকর্তার কাছে। শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য পেরিয়ে সে একসময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। কোন কিছুই তাকে দুনিয়ায় ধরে রাখতে পারেনা। কিন্তু তার বিশ্বাসের জগত

স্বাধীন থাকে। যেখানে সে মুমিন হয় অথবা কাফির হয়। যার ফলে সে পরকালে জান্নাতী অথবা জাহান্নামী হয়। বিগত সকল ইলাহী কিতাব বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু আল্লাহ নিজেই কুরআনের হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। যাতে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তা মানবজাতিকে মুক্তির সন্ধান দিতে পারে। অতএব যতদিন দুনিয়া থাকবে, ততদিন কুরআন থাকবে। এর একটি নুকতা-হরফও পরিবর্তিত হবেনা বা বিলুপ্ত হবেনা। কেননা কুরআন ব্যতীত অন্য কোন ইলাহী গ্রন্থ নেই, যা মানুষকে নির্ভুল সত্যের সন্ধান দিবে।

পরিশেষে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা, তিনি যাদেরকে দেশ ও সমাজের নেতৃত্বে বসিয়েছেন, তাদেরকে যেন কুরআনমুখী করে দেন এবং দেশকে কুরআনের আলোকে পরিচালিত করার তাওফীক দান করেন। দেশ-বিদেশের অনূন ৩০ কোটি বাংলাভাষী কিছু ভাই-বোন যদি 'তরজমাতুল কুরআনে'র মাধ্যমে আল্লাহ্র পথের সন্ধান পান ও সেপথে জীবন গড়ায় ব্রতী হন, তাহ'লে সেটাই হবে আমাদের জন্য বড় সান্ত্বনা।

অনেক অমুসলিম ও সেক্যুলার মুসলিম কুরআনের অনুবাদ করেছেন। কিন্তু তারা কুরআনের বিধান মেনে চলেননি। আমরা তাই স্রেফ অনুবাদক নই, বরং কুরআনের আলোকে জীবন গড়ায় বিশ্বাসী। সেইসাথে ইমারত ও বায়'আতের মাধ্যমে অঙ্গীকারাবদ্ধ একদল জান্নাত পিয়াসী নেতা-কর্মীর মাধ্যমে নবীদের তরীকায় আমরা সমাজ পরিবর্তনে বিশ্বাসী। তাই 'তরজমাতুল কুরআন' যেকোন ব্যস্ত কর্মীর জন্য সার্বক্ষণিক প্রেরণার উৎস হবে বলে আমরা মনে করি। ভুল হওয়া মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। তাই সাধ্যমত চেষ্টা সত্ত্বেও ভুল-ভ্রান্তির জন্য সর্বদা ক্ষমাপ্রার্থী।

বাংলাভাষী ভাই-বোনদের কাছে কুরআনী সুধা পরিবেশনের গুরুদায়িত্ব নিয়ে আমরা এপথে পা বাড়িয়েছিলাম। ২৫.৯.২০২২ রবিবার বাদ আছর থেকে আজ ২২.২.২০২৩ বুধবার বাদ মাগরিব পর্যন্ত কাছাকাছি পাঁচ মাসের মধ্যে এই কঠিন দায়িত্ব সম্পন্ন করা রীতিমত অসাধ্য সাধন বলা চলে। একই সাথে চলেছে অন্য কয়েকটি বইয়ের রচনার কার্য, আত-তাহরীকের সম্পাদনা ও প্রবন্ধ রচনা, সাংগঠনিক সফরে অন্যত্র গমন ও কিছু সামাজিক দায়িত্ব পালন। আল্লাহ্র বিশেষ রহমত ও সাথীদের নিরলস সাহায্য না পেলে এটি সম্পন্ন হওয়া আদৌ সম্ভব ছিলনা। আল্লাহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে সর্বোত্তম জাযা দান করুন!

পরিশেষে 'তরজমাতুল কুরআন' প্রকাশে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা বিভাগের সংশ্লিষ্ট ও সহযোগী সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে দীন লেখকের ও তার মরহূম পিতা-মাতা, পরিবারবর্গ ও সন্তান-সন্ততির জন্য অত্র লেখনী পরকালীন নাজাতের অসীলা হৌক, সেই প্রার্থনা করছি- আমীন!

নওদাপাড়া, রাজশাহী
২৩শে ফেব্রুয়ারী ২০২৩ বৃহস্পতিবার।

বিনীত
-লেখক।

সূরা ফাতিহা (মুখবন্ধ)

॥ মক্কায় অবতীর্ণ প্রথম পূর্ণাঙ্গ সূরা ॥

সূরা ১, রুকূ ১, আয়াত ৭, শব্দ ২৫, বর্ণ ১১৩

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আমি বিতাড়িত শয়তান হ'তে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١	১. যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি জগত সমূহের প্রতিপালক।
الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢	২. যিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু।
مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣	৩. যিনি বিচার দিবসের মালিক।
اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤	৪. আমরা কেবলমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥	৫. তুমি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর!
صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝٦	৬. এমন লোকদের পথ, যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ।
غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧ (آمين)-	৭. তাদের পথ নয়, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট হয়েছে। (আমীন! -তুমি কবুল কর!)

সূরা বাক্বারাহ (গাভী)

॥ মদীনায় অবতীর্ণ; কুরআনের সর্বাধিক বড় সূরা ॥

পারা ১, সূরা ২, রুকূ ৪০, আয়াত ২৮৬, শব্দ ৬,১৪৪, বর্ণ ২৫,৬১৩

২ হ'তে ৫ পর্যন্ত ৪টি আয়াতে মুত্তাক্বীদের পরিচয়। ৬ ও ৭ আয়াতে কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা। ৮ হ'তে ২০ পর্যন্ত ১৩টি আয়াতে মুনাফিকদের বর্ণনা। ২১ হ'তে ২৯ পর্যন্ত ৯টি আয়াতে তাওহীদের বর্ণনা। ৩০ হ'তে ৩৯ পর্যন্ত ১০টি আয়াতে মানবসৃষ্টির ইতিহাস বর্ণনা। ৪০ হ'তে ১২৩ পর্যন্ত ৮৩টি আয়াতে বনু ইস্রাঈলের বর্ণনা। ১২৪ হ'তে ১৪১ পর্যন্ত ১ম পারার শেষাবধি ১৮টি আয়াতে ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর সন্তানদের বর্ণনা।

১ হ'তে ১৪১ পর্যন্ত ১ম পারা, ১৪২ হ'তে ২৫২ পর্যন্ত ২য় পারা এবং ২৫৩ হ'তে ২৮৬ পর্যন্ত ৩য় পারার ৩৩টি আয়াত সহ মোট আড়াই পারা ব্যাপী সূরা বাক্বারাহ্র পবিত্র কুরআনের শেষ দিকে নাযিলকৃত দীর্ঘতম সূরা। যার ২৮১ আয়াতটি হ'ল কুরআনের সর্বশেষ আয়াত। যা রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৭ অথবা ২১ দিন পূর্বে নাযিল হয়। জানা আবশ্যক যে, কুরআনের সূরা ও আয়াতসমূহ আল্লাহ্র হুকুমে জিব্রীল *('আলাইহিস সালাম)* কর্তৃক নির্দেশিত এবং রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)* কর্তৃক সন্নিবেশিত। এগুলি 'তাওক্বীফী'। যাতে কোনরূপ আগপিছ বা কমবেশী করার অধিকার কারু নেই।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

(১ হ'তে ৭ পর্যন্ত ৭ আয়াত)

الٓمّٓ ۝١

১. আলিফ লাম মীম (এর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ সর্বাধিক অবগত)।[৫]

---

৫. নয়টি হরফের সমষ্টি الٓمّٓ শব্দটি পবিত্র কুরআনের খণ্ডবর্ণসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের ২৯টি সূরার শুরুতে মোট ১৪টি খণ্ডবর্ণ রয়েছে *(ইবনু কাছীর)*। এগুলির মধ্যে সূরা সমূহের তারতীব অনুযায়ী প্রথমে الٓمّٓ ও শেষে نٓ এসেছে। তবে বাক্বারাহ ও আলে ইমরান ব্যতীত বাকী ২৭টি সূরাই মক্কায় নাযিল হয়। এতে বুঝা যায় যে, প্রধানতঃ মক্কার মুশরিক পণ্ডিতদের অহংকার চূর্ণ করার জন্যই খণ্ডবর্ণ সমূহ আয়াত আকারে নাযিল হয়েছিল। যারা এগুলির কোন ব্যাখ্যা দিতে না পেরে লা-জওয়াব হয়ে গিয়েছিল *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : লেখক প্রণীত ও হাফাবা প্রকাশিত 'তাফসীরুল কুরআন')*।

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝٢

২. এই কিতাব, যাতে কোনই সন্দেহ নেই। যা আল্লাহভীরুদের জন্য পথ প্রদর্শক।[৬]

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝٣

৩. যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে ও ছালাত কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝٤

৪. যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ঐসব বিষয়ে, যা তোমার প্রতি নাযিল হয়েছে এবং যা তোমার পূর্ববর্তীগণের প্রতি নাযিল হয়েছিল। আর যারা আখেরাতে নিশ্চিত বিশ্বাস পোষণ করে।

اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝٥

৫. এরাই হ'ল তাদের প্রতিপালকের প্রদর্শিত পথের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এরাই হ'ল সফলকাম।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝٦

৬. নিশ্চয় যারা অবিশ্বাসী হয়েছে, তাদেরকে তুমি সতর্ক কর বা না কর উভয়টিই সমান; ওরা বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ۭ وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۚ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝٧

৭. আল্লাহ ওদের হৃদয়ে ও কর্ণে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং ওদের চক্ষুসমূহের উপর রয়েছে আবরণ। আর ওদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(রুকূ ১-৭-১)

(মুনাফিকদের বর্ণনা : ৮ হ'তে ২০ পর্যন্ত ১৩ আয়াত)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝٨

৮. লোকদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা বলে আমরা আল্লাহ ও বিচার দিবসে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অথচ তারা বিশ্বাসী নয়।

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝٩

৯. তারা আল্লাহ ও ঈমানদারগণের সাথে প্রতারণা করে। অথচ এর মাধ্যমে তারা কেবল নিজেদের সাথেই প্রতারণা করে। কিন্তু তারা তা বুঝতে পারেনা।

---

৬. ذَالِكَ 'দূরবর্তী বোধক' বিশেষ্য। কিন্তু এখানে 'নিকটবর্তী বোধক' অর্থ হয়েছে। আরবরা সর্বদা একটিকে অপরটির স্থলে ব্যবহার করে থাকে। এটি তাদের বাকরীতিতে খুবই প্রসিদ্ধ। বস্তুতঃ ذٰلِكَ দ্বারা এখানে কুরআনের উচ্চ মর্যাদা বুঝানো হয়েছে। কেননা উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি ও সত্তাকে দূরবর্তী সম্বোধনে ডাকাই হ'ল উত্তম বাকরীতি।

فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۢ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ۝١٠

১০. তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি তাদের মিথ্যাচারের কারণে।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ۝١١

১১. যখন তাদের বলা হয়, তোমরা জনপদে অশান্তি সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে আমরা তো শান্তিকামী বৈ কিছু নই।

اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ۝١٢

১২. সাবধান! ওরাই হ'ল অশান্তি সৃষ্টিকারী। কিন্তু ওরা তা বুঝতে পারে না।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ۭ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۝١٣

১৩. যখন তাদের বলা হয়, তোমরা ঈমান আনো যেমন লোকেরা ঈমান এনেছে, তখন তারা বলে আমরা কি ঈমান আনব, যেমন নির্বোধেরা ঈমান এনেছে? সাবধান! ওরাই আসলে নির্বোধ। কিন্তু ওরা তা জানে না।

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ۝١٤

১৪. আর যখন তারা ঈমানদারগণের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তারা তাদের শয়তানদের সঙ্গে নিরিবিলি হয়, তখন বলে আমরা তোমাদের সাথেই আছি। আমরা তো ওদের সঙ্গে কেবল উপহাস করি মাত্র।

اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۝١٥

১৫. বরং আল্লাহ তাদের উপহাসের বদলা দেন এবং তারা যাতে তাদের অবাধ্যতার মধ্যে বিভ্রান্ত হয়ে ঘোরে, তার অবকাশ দেন।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ۠ فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ۝١٦

১৬. ওরা হ'ল তারাই যারা হেদায়াতের বদলে গোমরাহীকে খরীদ করেছে। কিন্তু তাদের এ ব্যবসা লাভজনক হয়নি এবং তারা সুপথপ্রাপ্ত হয়নি।

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ۝١٧

১৭. তাদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন জ্বালালো। অতঃপর যখন তা চারদিক আলোকিত করল, তখন আল্লাহ সে আলো ছিনিয়ে নিলেন ও তাদেরকে এমন গাঢ় অন্ধকারে নিক্ষেপ করলেন যে তারা আর কিছুই দেখতে পায় না।

صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ۝١٨

১৮. ওরা বধির, বোবা ও অন্ধ। ফলে ওরা ফিরে আসবে না।

اَوۡ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيۡهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعۡدٌ وَّبَرۡقٌ ۚ يَجۡعَلُوۡنَ اَصَابِعَهُمۡ فِىۡۤ اٰذَانِهِمۡ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الۡمَوۡتِ ؕ وَاللّٰهُ مُحِيۡطٌۢ بِالۡكٰفِرِيۡنَ ۝١٩

১৯. অথবা তাদের দৃষ্টান্ত আকাশ জুড়ে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণের ন্যায়, যার মধ্যে থাকে ঘন অন্ধকার, বজ্রনিনাদ ও বিদ্যুতের চমক। গর্জনে মৃত্যুর ভয়ে তারা তাদের কানে আঙ্গুল দেয়। বস্তুতঃ আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে (ভ্রান্তির মধ্যে) বেষ্টন করে রাখেন।

يَكَادُ الۡبَرۡقُ يَخۡطَفُ اَبۡصَارَهُمۡ ؕ كُلَّمَاۤ اَضَآءَ لَهُمۡ مَّشَوۡا فِيۡهِ ۙ وَاِذَاۤ اَظۡلَمَ عَلَيۡهِمۡ قَامُوۡا ؕ وَلَوۡ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمۡعِهِمۡ وَاَبۡصَارِهِمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ ۝٢٠

২০. বিদ্যুতের চমক যেন তাদের দৃষ্টিকে হরণ করে নিবে। যখনই তাদের প্রতি সামান্য আলোকসম্পাত হয়, তখনই তারা তাতে কিছু পথ চলে। আর যখনই অন্ধকার হয়ে যায়, তখনই তারা থমকে দাঁড়ায়। যদি আল্লাহ চাইতেন, তাদের শ্রবণ ও দর্শনশক্তি হরণ করে নিতেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। **(রুকূ ২-১৩-২)**

(তাওহীদে ইবাদাতের বর্ণনা : ২১ হ'তে ২৯ পর্যন্ত ৯ আয়াত)

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اعۡبُدُوۡا رَبَّكُمُ الَّذِىۡ خَلَقَكُمۡ وَالَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُوۡنَ ۝٢١

২১. হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দাসত্ব কর। যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা (জাহান্নাম থেকে) বাঁচতে পারো।

الَّذِىۡ جَعَلَ لَكُمُ الۡاَرۡضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّاَنۡزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخۡرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزۡقًا لَّكُمۡ ۚ فَلَا تَجۡعَلُوۡا لِلّٰهِ اَنۡدَادًا وَّاَنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ۝٢٢

২২. যিনি তোমাদের জন্য ভূ-পৃষ্ঠকে বিছানা স্বরূপ ও আকাশকে ছাদ স্বরূপ করেছেন এবং যিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। অতঃপর তা দিয়ে তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-শস্যাদি উৎপাদন করেন। অতএব তোমরা জেনে-শুনে আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করো না।

وَاِنۡ كُنۡتُمۡ فِىۡ رَيۡبٍ مِّمَّا نَزَّلۡنَا عَلٰى عَبۡدِنَا فَاۡتُوۡا بِسُوۡرَةٍ مِّنۡ مِّثۡلِهٖ ۖ وَادۡعُوۡا شُهَدَآءَكُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِيۡنَ ۝٢٣

২৩. আর যদি তোমরা তাতে সন্দেহে পতিত হও, যা আমরা আমাদের বান্দার উপর নাযিল করেছি, তাহ'লে অনুরূপ একটি সূরা তোমরা রচনা করে নিয়ে এসো। আর (একাজে) আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের যত সহযোগী আছে সবাইকে ডাকো, যদি তোমরা (তোমাদের দাবীতে) সত্যবাদী হও। **(চ্যালেঞ্জ-১)**

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ۝

২৪. কিন্তু যদি তোমরা তা না পারো, আর কখনোই তা পারবে না, তাহ'লে তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো, যার ইন্ধন হ'ল মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে অবিশ্বাসীদের জন্য।

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَلَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

২৫. পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, তাদেরকে তুমি জান্নাতের সুসংবাদ দাও, যার তলদেশ দিয়ে নদী সমূহ প্রবাহিত। যখন তারা সেখানে কোন ফল খাদ্য হিসাবে পাবে, তখন বলবে, এটা তো সেইরূপ, যা আমরা ইতিপূর্বে পেয়েছিলাম। এভাবে তাদেরকে দেওয়া হবে দুনিয়ার সাদৃশ্যপূর্ণ খাদ্যসমূহ। এছাড়া তাদের জন্য সেখানে থাকবে পবিত্রা স্ত্রীগণ এবং সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْىٖٓ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِىْ بِهٖ كَثِيْرًا ؕ وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ۝

২৬. নিশ্চয়ই আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না মশা বা তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর কোন বস্তুর উপমা দিতে। অতঃপর যারা মুমিন, তারা জানে যে, এটি যথার্থ উপমা, যা তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এসেছে। পক্ষান্তরে যারা কাফের, তারা বলে যে, এরূপ উপমা দিয়ে আল্লাহ কি বুঝাতে চান? বস্তুতঃ এর দ্বারা আল্লাহ অনেককে পথভ্রষ্ট করেন ও অনেককে সুপথ প্রদর্শন করেন। আর এর দ্বারা তিনি পাপাচারীদের ব্যতীত কাউকে বিপথগামী করেন না ।

الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ۚ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

২৭. যারা আল্লাহ্‌র সাথে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং ঐসব সম্পর্ক ছিন্ন করে যা অটুট রাখতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন এবং যারা জনপদে অশান্তি সৃষ্টি করে, তারাই হ'ল ক্ষতিগ্রস্ত।

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

২৮. কিভাবে তোমরা আল্লাহকে অস্বীকার করো? অথচ তোমরা ছিলে মৃত। অতঃপর তিনি তোমাদের জীবন দান করেছেন। আবার তিনি তোমাদের মৃত্যু দান করবেন। পুনরায় তিনি তোমাদের জীবিত করবেন। অতঃপর তোমরা তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তিত হবে।

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۚ ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۝٢٩

২৯. তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে যা আছে সবকিছু। অতঃপর তিনি মনঃসংযোগ করেন আকাশের দিকে। অতঃপর তাকে বিন্যস্ত করেন সপ্ত আকাশে। বস্তুতঃ তিনি সকল বিষয়ে সম্যক অবহিত।

(রুকূ ৩-৯-৩)

(মানব সৃষ্টির ইতিহাস বর্ণনা : ৩০ হ'তে ৩৯ পর্যন্ত ১০ আয়াত)

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ؕ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٣٠

৩০. আর (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করব। তখন তারা বলল, আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যারা সেখানে কেবল অশান্তি সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরাই তো সর্বদা আপনার গুণগান করছি ও পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না।

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِئُوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٣١

৩১. অতঃপর আল্লাহ আদমকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন। অতঃপর সেগুলিকে ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করলেন এবং বললেন, তোমরা আমাকে এগুলির নাম বলো, যদি তোমরা (তোমাদের কথায়) সত্যবাদী হও।

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝٣٢

৩২. তারা বলল, সকল পবিত্রতা আপনার জন্য। আমাদের কোন জ্ঞান নেই, যতটুকু আপনি আমাদের শিখিয়েছেন ততটুকু ব্যতীত। নিশ্চয় আপনি মহা বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۚ فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۝٣٣

৩৩. আল্লাহ বললেন, হে আদম! তুমি এদেরকে ঐসবের নামগুলি বলে দাও। অতঃপর যখন আদম তাদেরকে ঐসবের নামগুলি বলে দিল, তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয় সমূহ আমি সর্বাধিক অবগত এবং তোমরা যেসব বিষয় প্রকাশ কর ও যেসব বিষয় গোপন কর, সকল বিষয়ে আমি সম্যক অবহিত?

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝٣٤

৩৪. আর (স্মরণ কর) যখন আমরা ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর। তখন তারা সবাই সিজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে অস্বীকার করল ও দম্ভ করল। ফলে সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۪ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝٣٥

৩৫. আর আমরা বললাম, হে আদম তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে অবস্থান কর এবং সেখান থেকে যা খুশী খাও। কিন্তু তোমরা এই বৃক্ষটির নিকটবর্তী হয়ো না। তাহ'লে তোমরা সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ۝٣٦

৩৬. অতঃপর শয়তান তাদেরকে ঐ বৃক্ষের কারণে পদস্খলিত করল। অতঃপর তারা যে সুখ-শান্তির মধ্যে ছিল সেখান থেকে সে তাদেরকে বের করে আনলো। তখন আমরা বললাম, তোমরা নেমে যাও। তোমরা পরস্পরে শত্রু। আর তোমাদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে আবাসস্থল ও ভোগ-উপকরণ সমূহ নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত।

فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝٣٧

৩৭. অতঃপর আদম স্বীয় প্রতিপালকের নিকট থেকে কিছু কথা শিখে নিল। অতঃপর তিনি তার তওবা কবুল করলেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বাধিক তওবা কবুলকারী ও অসীম দয়ালু।

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝٣٨

৩৮. আমরা বললাম, তোমরা সবাই জান্নাত থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার নিকট থেকে তোমাদের কাছে কোন হেদায়াত পৌঁছবে, তখন যারা আমার হেদায়াতের অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝٣٩

৩৯. আর যারা অবিশ্বাস করবে ও আমাদের আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করবে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। **(রুকূ ৪-১০-৪)**

(বনু ইস্রাঈলদের বর্ণনা : ৪০ থেকে ১২৩ পর্যন্ত ৮৩ আয়াত)

يٰبَنِيۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ اذۡكُرُوۡا نِعۡمَتِىَ الَّتِىۡۤ اَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَاَوۡفُوۡا بِعَهۡدِىۡۤ اُوۡفِ بِعَهۡدِكُمۡ ۚ وَاِيَّاىَ فَارۡهَبُوۡنِ ﴿۴۰﴾

৪০. হে ইস্রাঈল সন্তানগণ! তোমরা তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সমূহের কথা স্মরণ কর এবং তোমরা আমার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ কর। তাহ'লে আমিও তোমাদেরকে দেওয়া আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব। আর তোমরা কেবল আমাকেই ভয় কর।

وَاٰمِنُوۡا بِمَاۤ اَنۡزَلۡتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمۡ وَلَا تَكُوۡنُوۡۤا اَوَّلَ كَافِرٍۢ بِهٖ ۚ وَلَا تَشۡتَرُوۡا بِاٰيٰتِىۡ ثَمَنًا قَلِيۡلًا ۚ وَّاِيَّاىَ فَاتَّقُوۡنِ ﴿۴۱﴾

৪১. আর তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর এই কিতাবের উপর, যা আমি নাযিল করেছি তোমাদের কিতাবের সত্যায়নকারী হিসাবে এবং তোমরা এর প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না এবং আমার আয়াতসমূহকে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করো না। আর তোমরা কেবল আমাকেই ভয় কর।

وَلَا تَلۡبِسُوا الۡحَقَّ بِالۡبَاطِلِ وَتَكۡتُمُوا الۡحَقَّ وَاَنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۴۲﴾

৪২. তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে-শুনে সত্যকে গোপন করো না।

وَاَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارۡكَعُوۡا مَعَ الرّٰكِعِيۡنَ ﴿۴۳﴾

৪৩. তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর।

اَتَاۡمُرُوۡنَ النَّاسَ بِالۡبِرِّ وَتَنۡسَوۡنَ اَنۡفُسَكُمۡ وَاَنۡتُمۡ تَتۡلُوۡنَ الۡكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعۡقِلُوۡنَ ﴿۴۴﴾

৪৪. তোমরা কি লোকদের সৎকাজের আদেশ দাও এবং নিজেদের বেলায় তা ভুলে যাও? অথচ তোমরা আল্লাহ্র কিতাব (তাওরাত) পাঠ করে থাকো। তোমরা কি বুঝো না?

وَاسۡتَعِيۡنُوۡا بِالصَّبۡرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ وَاِنَّهَا لَكَبِيۡرَةٌ اِلَّا عَلَى الۡخٰشِعِيۡنَ ﴿۴۵﴾

৪৫. তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা কর। আর এটি বিনীত বান্দাগণ ব্যতীত অন্যদের পক্ষে অবশ্যই কঠিন।

الَّذِيۡنَ يَظُنُّوۡنَ اَنَّهُمۡ مُّلٰقُوۡا رَبِّهِمۡ وَاَنَّهُمۡ اِلَيۡهِ رٰجِعُوۡنَ ﴿۴۶﴾

৪৬. যারা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে যে, তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং তাঁর কাছেই তারা ফিরে যাবে। **(রুকূ ৫-৭-৫)**

॥ ১ম পারার এক চতুর্থাংশ ॥

يٰبَنِيۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ اذۡكُرُوۡا نِعۡمَتِىَ الَّتِىۡۤ اَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَاَنِّىۡ فَضَّلۡتُكُمۡ عَلَى الۡعٰلَمِيۡنَ ۝

৪৭. হে ইস্রাঈল সন্তানগণ! তোমরা তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সমূহের কথা স্মরণ কর এবং (স্মরণ কর) তোমাদেরকে আমি যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম (সমকালীন) পৃথিবীর উপর।

وَاتَّقُوۡا يَوۡمًا لَّا تَجۡزِىۡ نَفۡسٌ عَنۡ نَّفۡسٍ شَيۡـًٔا وَّلَا يُقۡبَلُ مِنۡهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤۡخَذُ مِنۡهَا عَدۡلٌ وَّلَا هُمۡ يُنۡصَرُوۡنَ ۝

৪৮. আর তোমরা সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারু কোন উপকারে আসবে না এবং কারু পক্ষে কোন সুফারিশ কবুল করা হবে না। কারু কাছ থেকে কোনরূপ বিনিময় নেওয়া হবে না এবং কেউ কোন সাহায্য পাবে না।

وَاِذۡ نَجَّيۡنٰكُمۡ مِّنۡ اٰلِ فِرۡعَوۡنَ يَسُوۡمُوۡنَكُمۡ سُوۡٓءَ الۡعَذَابِ يُذَبِّحُوۡنَ اَبۡنَآءَكُمۡ وَيَسۡتَحۡيُوۡنَ نِسَآءَكُمۡ ؕ وَفِىۡ ذٰلِكُمۡ بَلَآءٌ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ عَظِيۡمٌ ۝

৪৯. আর (স্মরণ কর) যখন আমরা তোমাদেরকে ফেরাঊনের লোকদের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম। যারা তোমাদের নির্মমভাবে শাস্তি দিত। তারা তোমাদের পুত্র সন্তানদের যবহ করত ও কন্যা সন্তানদের জীবিত রাখত। বস্তুতঃ এর মধ্যে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে ছিল এক মহা পরীক্ষা।

وَاِذۡ فَرَقۡنَا بِكُمُ الۡبَحۡرَ فَاَنۡجَيۡنٰكُمۡ وَاَغۡرَقۡنَاۤ اٰلَ فِرۡعَوۡنَ وَاَنۡتُمۡ تَنۡظُرُوۡنَ ۝

৫০. আর (স্মরণ কর) যেদিন আমরা তোমাদের জন্য নদীকে বিভক্ত করেছিলাম। অতঃপর তোমাদের উদ্ধার করেছিলাম ও ফেরাঊন বাহিনীকে ডুবিয়ে মেরেছিলাম, যা তোমরা স্বচক্ষে দেখেছিলে।

وَاِذۡ وٰعَدۡنَا مُوۡسٰۤى اَرۡبَعِيۡنَ لَيۡلَةً ثُمَّ اتَّخَذۡتُمُ الۡعِجۡلَ مِنۡۢ بَعۡدِهٖ وَاَنۡتُمۡ ظٰلِمُوۡنَ ۝

৫১. আর (স্মরণ কর) যখন আমরা মূসার সাথে ওয়াদা করেছিলাম চল্লিশ দিনের। অতঃপর তার অনুপস্থিতিতে তোমরা গোবৎস পূজা শুরু করেছিলে। এমতাবস্থায় তোমরা সীমালংঘনকারী ছিলে।

ثُمَّ عَفَوۡنَا عَنۡكُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُوۡنَ ۝

৫২. অতঃপর এর পরেও আমরা তোমাদের ক্ষমা করি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।

وَاِذۡ اٰتَيۡنَا مُوۡسَى الۡكِتٰبَ وَالۡفُرۡقَانَ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُوۡنَ ۝

৫৩. আর (স্মরণ কর) যখন আমরা মূসাকে কিতাব ও ফুরক্বান দান করি, যাতে তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হও।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٦٠﴾

১৬০. যে ব্যক্তি একটি সৎকর্ম করবে, সে তার দশগুণ নেকী পাবে। আর যে ব্যক্তি একটি মন্দকর্ম করবে, সে তার সম পরিমাণ শাস্তি পাবে। আর তাদের প্রতি কোনরূপ যুলুম করা হবে না।

قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰىنِىْ رَبِّىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۚ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٦١﴾

১৬১. বল, আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করেছেন। যা একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের বিশুদ্ধ ধর্ম এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَ مَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٢﴾

১৬২. বল, আমার ছালাত ও আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ, সবকিছুই জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য।

لَاشَرِيْكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٦٣﴾

১৬৩. তাঁর কোন শরীক নেই। আর এ ব্যাপারেই আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই (আমার উম্মতের) প্রথম মুসলিম।

قُلْ غَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِىْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ ؕ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۚ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٦٤﴾

১৬৪. বলে দাও, আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে অন্য প্রতিপালকের সন্ধান করব? অথচ তিনিই হ'লেন সবকিছুর প্রতিপালক! প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী। একের বোঝা অন্যে বহন করবে না। অবশেষে তোমাদের প্রতিপালকের নিকটেই তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল। অতঃপর তিনি তোমাদের জানিয়ে দিবেন যেসব বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে।

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَآ اٰتٰىكُمْ ؕ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٦٥﴾

১৬৫. তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন এবং তোমাদের একের উপর অন্যের মর্যাদা উন্নত করেছেন। যাতে তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তাতে পরীক্ষা নিতে পারেন। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তিদাতা এবং তিনি অবশ্যই ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

(রুকূ ২০-১১-৭) ॥ ৮ পারার অর্ধাংশ ॥

॥ সূরা আন'আম সমাপ্ত ॥

آخر ترجمة البنغالية لسورة الأنعام، فلله الحمد والمنة